দৈনিক সংবাদ

তারিখ 10 MAR 1988
পৃষ্ঠা 9 কলাম 3

C17

আর্থিক সংকটের কারণে ঠাকুরগাঁয়ে ২০ হাজার ছাত্রছাত্রী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছেড়েছে

ঠাকুরগাঁ, ৭ই মার্চ (সংবাদদাতা)।--ঠাকুরগাঁ জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় ত্যাগী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। চলতি বছরই জেলার ৫টি উপজেলার সরকারী ও বেসরকারী মিলিয়ে ৫১৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রায় ২০ হাজার ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয় ছেড়ে দিয়েছে। তার আগের বছর ছেড়েছে ২৩ হাজারের মত।

এর প্রধান কারণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে পারিবারিক অভাব-অনটন।

ঠাকুরগাঁ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা পরিদফতরের এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে, জেলার ৫টি উপজেলায় ১৯৮৭ সালে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ২০ হাজার ৬২৯ জন। তার মধ্যে বার্ষিক পরীক্ষা হওয়ার আগেই বিদ্যালয় ছেড়েছে ১৬ হাজারের বেশী। তার আগের দু'বছরও প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ হাজার ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয় ত্যাগ করেছে। এই জেলায় বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ৫ থেকে ১২ বছর বয়সের শিশুর সংখ্যা প্রায় ৩ লাখ। তার মধ্যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে ১ লাখ ৮ হাজার ছাত্রছাত্রী।

বাকী ১ লাখ ৯৬ হাজার বিদ্যালয়ে না আসার পিছনে একই কারণ রয়েছে। তাছাড়া অভিভাবকদের শিক্ষা সম্পর্কে অনাগ্রহও অন্যতম কারণ। শিক্ষায়তন ত্যাগী শিক্ষার্থীরা অভিভাবকদের সঙ্গে সাংসারিক কাজকর্মসহ কৃষি কাজেও সহায়তা করে থাকে। এদের সিংহভাগ পিতামাতা দিনমজুর বা ক্ষেতমজুর।

এছাড়া জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে রয়েছে হাজারো সমস্যা। এর অন্যতম হলো বিদ্যালয়গুলোতে স্থানাভাব, শিক্ষার্থী অনুযায়ী নতুন করে এই জেলায় বিদ্যালয় মঞ্জুরি দেয়া হচ্ছে না।

এখন জেলায় সরকারী ৪১০টি এবং বেসরকারী ১০৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

এসব বিদ্যালয়ে দু'শিফট চালু করা সত্ত্বেও ছাত্রছাত্রীদের স্থান সংকুলান হয় না।

সরকারী নীতি অনুযায়ী সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে প্রতি ৫০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য একজন করে শিক্ষক থাকার কথা। কিন্তু সে অনুপাতে শিক্ষক নেই এবং নিয়োগের উদ্যোগও নেয়া হচ্ছে না।

সারা জেলায় প্রাথমিক শিক্ষকের প্রয়োজন ২ হাজার ২শ' ৬০ জন। সেখানে সরকারী বরাদ্দ রয়েছে মাত্র ১ হাজার ৪শ' ৫৯ জন এবং কর্মরত রয়েছেন ১ হাজার ২শ' জনের মত।

এছাড়া দীর্ঘ দিন ধরে অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় ঘর জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে এবং এখনও উন্মুক্ত আকাশের নীচে ক্লাস হয় এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ১০০। অবশিষ্টগুলোর বেড়া, দরজা, জানালা নেই, বেড়া আছে তো ছাউনি নেই। এ ছাড়া প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণের অভাব রয়েছে।

বিদ্যালয় ভবন সংস্কার না করায় লেখাপড়া বিঘ্নিত

গৌরীপুর (ময়মনসিংহ) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, পূর্বধলা উপজেলার কুমুদগঞ্জ ও ফুলপুর উপজেলার খিচা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন সংস্কার না করায় ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে।

এ দু'টি বিদ্যালয় ভবনে ফাটল দেখা দেওয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয় ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণা করেছেন। এদিকে কুমুদগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এখন কুমুদগঞ্জ উ.চ বিদ্যালয়ে ৭টা থেকে ১০টা পর্যন্ত ক্লাস করছে। অন্যদিকে খিচা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা খোলা আকাশের নীচে ক্লাস করছে। গত দু'বছর যাবৎ বিদ্যালয় দু'টির ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হলেও আজ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগ এগুলো মেরামতের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। এদিকে ১৪শ' ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে।